সমকাল

তারিখ ... 27 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 5 ...

অধিভুক্ত কলেজ সংকট

দুই লাখ পরীক্ষার্থীর কথা ভাবুন

অস্বীকার করা যাবে না যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের গত বৃহস্পতিবারের আন্দোলন ও তার জের অনেক দূর গড়িয়েছে। কিন্তু ওই অঘটন ছিল নিমজ্জিত হিমশৈলীর দৃশ্যমান চূড়া মাত্র। ওই সাত কলেজের কমবেশি দুই লাখ শিক্ষার্থী এখনও তাদের শিক্ষাজীবনের গতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। মন্দের ভালো যে, ওই দিন গুরুতর আহত কলেজছাত্র সিদ্দিকুর রহমানের উন্নত চিকিৎসা ও এর জন্য দায়ীদের শনাক্ত করতে সরকার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। আমরা দেখছি, সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছেন। চিকিৎসকরাও বলছেন, অন্তত একটি চোখের আলো ফেরার ব্যাপারে তারা আশাবাদী। সবকিছু ঠিক থাকলে আজ উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে যাবেন তিনি। আমরা নিশ্চয়ই চাই, তার চোখে অন্ধকার নামানোর জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা হবে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে, যথানিয়মে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হলে এভাবে কারও আহত হওয়ার ঝুঁকি কম। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওচিত্রে দেখা গেছে, একেবারে কাছ থেকে সরাসরি কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হয়েছে। তার মানে, হয় সংশ্লিষ্ট পুলিশের প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে, না হয় আন্দোলনরতদের ছত্রভঙ্গ করার বদলে হতাহত করার উদ্দেশ্যেই সেটা ছোড়া হয়েছে। যাই হোক না কেন, একজন নাগরিকের জীবন এভাবে ঝুঁকিতে ফেলার দায় পুলিশ এড়াতে পারে না। আমরা এও চাই, সিদ্দিকুর আবার চোখের আলো ফিরে পাবেন এবং পড়াশোনা শেষ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক। মানুষের ভালোবাসা তাকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাক। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে সংকট নিয়ে সিদ্দিকুরের মতো হাজারো শিক্ষার্থী রাজপথে নেমেছিল, তার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত। বুধবার সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনসূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ফেব্রুয়ারিতে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কলেজ সাতটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের কাজ এখনও শুরুই হয়নি! এমনকি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্যও জমা পড়েনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা মনে করি, সংশ্লিষ্টরা এ ব্যাপারে যে ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। স্পষ্টতই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা চাই এই জটিলতা যত দ্রুত সম্ভব দূর করা হোক। ইতিমধ্যে অবশ্য সাত কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম তদারক করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে চাইব, ঢাকা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হয়েছে। দুই লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন সচল ও সুচারু রাখার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া চলবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর